চাহিরি/ওয়েবসাইটে
আপলোডের ব্যবস্থা নিন

স্টেশন প্রকৌশলী	
উপস্টেশন প্রকৌশলী	
সহকারী বেতার প্রকৌশলী	
রেডিও টেকনিশিয়ান	

Khadiza 24/02/26

২২৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.betar.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১৪.১৮.০০১০.২৫. ৪৪২ তারিখ: ১৬/০২/২০২৬

বিষয়ঃ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ অধিশাখার ১৫/০২/২০২৬ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৫.২৩.০০১.২৫.৩৩ নম্বরপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পত্রটির অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সূত্রোক্ত পত্রের অনুলিপি।

১৬/০২/২৬

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
মহাপরিচালকের পক্ষে
ফোন: ৪৪৮১৩০৭৩

বিতরণ: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান/বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২. উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-১/অনুষ্ঠান-২/বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সংরক্ষণ ও সরঞ্জাম/কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা/বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা/মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ধামরাই, ঢাকা।
৪. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫. পরিচালক, অনুষ্ঠান/লিয়াজোঁ/শিক্ষা/সংগীত/কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম/ ঢাকা/জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল/ কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা/ মনিটরিং পরিদপ্তর/বাণিজ্যিক কার্যক্রম/ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস/বহির্বিশ্ব কার্যক্রম/ ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৬. আবাসিক প্রকৌশলী, উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১/২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা/বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোর /বাংলাদেশ বেতার, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ বেতার, কাহালু, বগুড়া।
৭. সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. সিনিয়র প্রকৌশলী, সংরক্ষণ শাখা/জাতীয় বেতার ভবন/ঢাকা/পরিকল্পনা শাখা, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. আঞ্চলিক পরিচালক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/কক্সবাজার/ বান্দরবান / ঠাকুরগাঁও/ রাঙ্গামাটি/ কুমিল্লা/ গোপালগঞ্জ/ময়মনসিংহ।
১০. আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/কক্সবাজার/ বান্দরবান/ঠাকুরগাঁও/ রাঙ্গামাটি/ কুমিল্লা/ গোপালগঞ্জ/ময়মনসিংহ।
১১. স্টেশন প্রকৌশলী, মনিটরিং পরিদপ্তর/ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১২. আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/কক্সবাজার/ বান্দরবান/ ঠাকুরগাঁও /রাঙ্গামাটি/ কুমিল্লা/গোপালগঞ্জ/ময়মনসিংহ।
১৩. উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় ভান্ডার, বাংলাদেশ বেতার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১৪. উপ আঞ্চলিক পরিচালক, সেন্ট্রাল আইসিটি এন্ড নিউমিডিয়া সেল, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৬. সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক (কমন ও বাজেট), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৭. উপআঞ্চলিক প্রকৌশলী (নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৮. সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক (আইন), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৯. সহকারী পরিচালক (যানবাহন), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২০. নিরাপত্তা কর্মকর্তা সকল।
২১. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতিকল্পে)।

D:\sahadeb\endrosment\Letter.docx

একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moca.gov.bd

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

স্মারক নং- ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.২২১.২৪.৯৫

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩২
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

বিষয়: **শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোস্তফা সরয়ার ফারুকী'র সভাপতিত্বে গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী।

২৭/১/২০২৬

(আজম উদ্দীন তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৫১০১১৬৫
event.section@moca.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

জরুরি

নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০১৫.২৩.০০১.২৫.৩৩

তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পত্রের মর্মানুযায়ী শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫.০২.২০২৬

মো: আলমগীর কবির
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮০৭৮৭
ই-মেইল: admin2@moi.gov.bd

বিতরণ:

১. দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১/টিভি-২/বেতার-২/তগ-২/চলচ্চিত্র-১/চলচ্চিত্র-২/প্রেস-১), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

অনুলিপি:

১. সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moca.gov.bd

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
	:	উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৩ জানুয়ারি ২০২৬; বিকাল ৩.০০ টা
সভার স্থান	:	শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষ, বাংলা একাডেমি।
সভার উপস্থিতি	:	সংযুক্তি-১

সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, সরকার প্রতি বছরের ন্যায় "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কো কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় দিবসটির তাৎপর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০২. সভায় বিস্তারিত আলোচান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা বিধিমালা অনুযায়ী অর্ধনমিত থাকবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২.২	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যেন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শিক্ষা বোর্ড।
২.৩	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করতে হবে। প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ০৫জন প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২জন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারেন। (ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপস্থিত হবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এসএসএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ এবং রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ এবং মিশন প্রধানগণের তালিকা প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। (গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অতিরিক্ত ৩০(ত্রিশ) মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। (ঘ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা/মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকাস্থ ১০টি প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের অনুকূলে নিরাপত্তা পাশ প্রদানের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে। (চ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অর্পিত পুষ্পস্তবকসমূহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এসএসএফ, র‍্যাব, গণপূর্ত আরবরি কালচার বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বিএনসিসি।
২.৫	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.৬	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে শহিদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.৭	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, বাংলাদেশ বেতার এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহ কর্তৃক একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদফতর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বেতার/কমিউনিটি রেডিও।
২.৮	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ দেশের অন্যান্য সকল জাতিগোষ্ঠীর বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় এবং বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট; (ঘ) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঙ) মেট্রোরেল স্টেশনসমূহ; (চ) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (ছ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল; (জ) শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঝ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঞ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ট) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ; এবং (ঠ) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।
২.৯	২০ ফেব্রুয়ারি মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি স্টেশন বন্ধ রাখার বিষয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সভায় আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২.১০	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।
২.১১	একুশে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় সকল ধরনের সরঞ্জামাদিসহ ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
২.১২	একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত ১০টি স্থানে বিশুদ্ধ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বাংলা একাডেমি।
২.১৩	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন ও অনুষ্ঠানস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা এবং DNCC, ডাকসু।
২.১৪	শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলাবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা।

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১৫	আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনপাঠের আয়োজন এবং ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহিদদের সঠিক নাম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.১৬	শহিদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ২০টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপনসহ টয়লেটসমূহ সার্বক্ষণিক পরিস্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মী রাখাসহ টয়লেটসমুহে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.১৭	বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ: (ক) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও কর্তৃক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও কর্তৃক শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি, সংবাদ, আলোকচিত্র/ভিডিওচিত্র সম্প্রচার করতে হবে। বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এ সকল সংবাদ সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মহান শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বেসরকারি বেতার এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ।
	(খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এসকল অনুষ্ঠান শহিদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তিন ধরনের পোস্টার মুদ্রণ করবে। পোস্টারে ৫২ এর চেতনা ও ২৪ এর প্রতিফলন থাকবে। পোস্টার মুদ্রণের পূর্বে ডিএফপি কর্তৃক পোস্টারের নমুনা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "একুশে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মুদ্রণকৃত পোস্টার একুশে ফেব্রুয়ারির অন্তত: ১মাস পূর্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা পাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.১৮	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করতে হবে। এ লক্ষ্যে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার বাণী পাঠ; পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিবিধ আয়োজন থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং বাঙালী অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার কন্টেন্ট দিতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
২.১৯	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন করতে হবে।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
২.২০	শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
২.২১	জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি : সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাজ-সজ্জা, পোস্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৫২ এর চেতনা ও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিফলন থাকবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কমিশনার (সকল বিভাগ), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.২২	শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি: (ক) মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর সংস্থার কর্মসূচিতে ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিফলন থাকতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
	(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
	(গ) বইমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম আয়োজন: বাংলা একাডেমিতে বইমেলার আয়োজন করবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিশেষ শিশু সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ।
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামাণ্য নিদর্শন প্রদর্শন, ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি অংকন ও প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, হাতের নান্দনিক লেখা প্রতিযোগিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাংগামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি) নেত্রকোনা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

০৩. সভায় অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে এবং উপস্থিত ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
উপদেষ্টা